সংবাদ

তারিখ 13 MAY 2013
পৃষ্ঠা

আমলাতন্ত্রের ফাঁদে শিক্ষা আইন
পরীক্ষা-নিরীক্ষাই শেষ হচ্ছে না

রাকিব উদ্দিন

আমলাতন্ত্রের ফাঁদে পড়েছে 'শিক্ষা আইন-২০১২' প্রণয়ন। আইনের খসড়াটি চূড়ান্ত করে প্রায় পাঁচ মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হলেও এর অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হচ্ছে না। এক দেড় মাস পরপর এ বিষয়ে সভা আহ্বান করা হলেও চা-পান করেই সভা শেষ করা হয়। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। অর্থাৎ সহসায় এ খসড়াটি মন্ত্রিসভায় উত্থাপনের কোন সম্ভাবনা দেখছে না শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এ নিয়ে হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আইনের ড্রাফটিং কমিটির (খসড়া প্রণয়ন কমিটি) সদস্যরা। তারা বলেন, শীর্ষস্থানীয় আমলাদের গাফিলতির জন্য এই সরকারের আমলে শিক্ষা আইন প্রণয়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

শিক্ষানীতি ও শিক্ষা আইন প্রণয়ন কমিটির সদস্য প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবীর সংবাদ'কে জানান, 'উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের বিষয়টি খসড়া আইনে ছিল না। এটা এখন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে ইউজিসির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের কথা খসড়া আইনে বলা হয়েছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তারা জানান, বানান, বাক্য, তথ্য ও ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের নামে প্রায় পাঁচ মাস ধরে খসড়াটি আটকে রাখা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে এ বিষয়ে সভা আহ্বান করা হতে পারে। এ সরকারের মেয়াদ আছে আর কয়েক মাস। এ সময়ের মধ্যে খসড়াটির ওপর আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং (মতামত) নিয়ে এটি পাঠানো হবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে। মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পেলে এটিকে জাতীয় সংসদে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তোলা হবে। এরপর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে গেজেট আকারে প্রকাশ করতে হবে আইনটি। তাই মহাজোট সরকারের আমলে দীর্ঘ এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া নিয়ে গভীর শঙ্কা প্রকাশ করেছেন আইনের খসড়া প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদরা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (আইন ও অডিট) মো. রফিকুজ্জামান সংবাদ'কে বলেন, 'আমরা ইতোমধ্যে খসড়াটি প্রায় চূড়ান্ত করে শিক্ষা সচিবের কাছে জমা দিয়েছি। তিনি এর খুঁটিনাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছেন।' জানা গেছে, খসড়া আইনে সরকারের অনুমোদন ছাড়া স্কুল, কলেজ ও মদ্রাসা এবং অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করলে

আমলাতন্ত্রের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

আমলাতন্ত্রের : ফাঁদে শিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিযুক্তদের দুই লাখ টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে আইনি কাঠামোতে আনা এবং সবার জন্য বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতের লক্ষ্যে শিক্ষা কমিশন গঠনকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে 'শিক্ষা আইন' প্রণয়ন করা হচ্ছে। ২০১১ সালের জানুয়ারিতে এ বিষয়ে প্রথম সভা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। ওই সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (আইন ও অডিট) মো. রফিকুজ্জামানকে আহ্বায়ক এবং শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কয়েকজন সদস্যকে শিক্ষা আইনের ড্রাফট তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, প্রফেসর ড. সিদ্দিকুর রহমান ও প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবীরের নিরলস প্রচেষ্টায় দ্রুত সময়ের মধ্যেই শিক্ষা আইন-২০১১ এর খসড়া প্রণয়ন হয়। এরপর খসড়াটি ওয়েবসাইটে দিয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামতও নিয়ে গত বছরের অক্টোবরে তা শিক্ষা সচিবের কাছে প্রদান করা হয়। এরপর এটি অধিকতর যাচাই-বাছাই শুরু হয়। কিন্তু শীর্ষস্থানীয় আমলারা এ কাজে পর্যাপ্ত সময় দিতে না পারায় এ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন খসড়া আইন প্রণয়ন কমিটির একাধিক সদস্য।

খসড়া আইনে আরও যা আছে : প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা সব শিশুর অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অনুমোদন ছাড়া স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা চালু করলে দুই লাখ টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। খসড়া আইনে শিক্ষা বলতে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, চিত্তের সমৃদ্ধি এবং জ্ঞান আহরণ ও সৃষ্টি, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা যাবে এমন শিখন প্রক্রিয়া, যা অক্ষর জ্ঞান থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃতকে বুঝানো হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার তিনটি ধারায় (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলিক বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক এবং এসব বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা : আইনের খসড়ায় বলা আছে, শিক্ষা জীবন শুরু হবে চার বছর বয়সে প্রাক-প্রাথমিক স্তর দিয়ে। সরকার পর্যায়ক্রমে চার বছর বয়সের শিশুদের জন্য দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে চালু ছয় বছর বয়সসীমা বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগে বিদ্যমান ৬০ ভাগ নারী, প্রতিবন্ধীসহ অন্য কোটা অপরিবর্তিত থাকবে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে আদিবাসী ও সব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাঙালি সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন আদিবাসীর নিজ নিজ সংস্কৃতি পরিপন্থী কোন কার্যক্রম পরিচালনা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি এর ব্যত্যয় ঘটালে সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে খসড়া আইনে।

ইংরেজি মাধ্যম স্কুল : বর্তমানে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এগুলো বিদেশি কারিকুলাম পড়াচ্ছে ও বিদেশি ব্যবস্থাপনায় চলছে। এসব প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো ভর্তি ফি, টিউশন ফি ও নানাভাবে ফি আদায় করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগও ওঠে। কিন্তু শিক্ষা আইন না থাকায় সরকার এগুলোর বিরুদ্ধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না।

খসড়া শিক্ষা আইনে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ও লেভেল' (অর্ডিনারি) এবং 'এ লেভেল' (এডভান্সড) পর্যায়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালনা করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে সাধারণ ধারার সমপর্যায়ের বাংলা ও বাংলাদেশ স্টাডিজ বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইংরেজি মাধ্যমসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর বেতন ও অন্য ফি সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারণ হবে। কোন প্রতিষ্ঠান এর ব্যত্যয় ঘটালে তা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বা নিবন্ধন বাতিলসহ অন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষাবোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা নিবন্ধন ছাড়া মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা পরিচালনা করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে দুই লাখ টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধানও রাখা হয়েছে খসড়ায়।

ভর্তি পরীক্ষা ও মূল্যায়ন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সম্পর্কে খসড়া আইনে বলা হয়েছে, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির চাপ সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে সেসব প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, ডাবল শিফট চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, অবকাঠামোর সম্প্রসারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ দাখিল করতে হবে। গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বন্ধে সরকার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনের সংস্কার করা হবে। শিক্ষা বোর্ডসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য তাদের আন্তঃবোর্ড বদলির ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষার্থীর পরিচিতিতে বাবা-মা উভয়ের নাম ও প্রয়োজনবোধে আইনগত অভিভাবকদের নাম উল্লেখ করতে হবে। পরীক্ষা পাসের সনদ ও অন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাবা-মা উভয়ের নাম উল্লেখ থাকবে। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি ফি ও যাচাই পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে না। ভর্তির ক্ষেত্রে কোন শিশুর প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। পরীক্ষার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক লটারির ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হবে। প্রাইভেট কোচিং : প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং কার্যক্রম বন্ধে গত বছর এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু কেউই এই নীতিমালা মানছে না। শিক্ষা আইন না থাকায় সরকারও এই নীতিমালা অনুসরণে কাউকে বাধ্য করতে পারছে না।

প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং কার্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষা আইনের খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাইভেট টিউশন বা কোচিংয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালা বা পরিপত্র অমান্য করা দণ্ডনীয় অপরাধ। নীতিমালা অনুযায়ী সরকারি বা বেসরকারি স্কুল-কলেজের কোন শিক্ষক নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং করাতে বা প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। তবে অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ জনকে পড়াতে পারবেন। এই নীতিমালা অমান্য করলে অভিযুক্ত শিক্ষককে সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড ভোগ করতে হবে।

স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন : শিক্ষানীতি ২০১০-এর নির্দেশনা অনুসারে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংবিধিবদ্ধ স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে শিক্ষা আইনে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে (এনটিআরসিএ) বিলুপ্ত করে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদ্রাসা, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসা এবং কলেজ পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক পৃথক 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' গঠন করা হবে। সব ধারার সব স্তরের প্রতিটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করতে মাউশি, শিক্ষাবোর্ড বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় প্রশাসন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পুনর্গঠন করা হবে। তবে এক ব্যক্তি একই স্তরের সর্বোচ্চ তিনটির বেশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি বা সদস্য নির্বাচিত বা মনোনীত হতে পারবে না। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য আচরণবিধি তৈরিরও বিধান রাখা হয়েছে খসড়ায়। প্রসঙ্গত, ১১ সদস্যের 'শিক্ষা আইন খসড়া প্রণয়ন' কমিটিতে অন্য সদস্যদের মধ্যে আছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক, ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সচিব, কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ও মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান।